গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মেরামত ও সংস্কার কাজের প্রাথমিক পর্যালোচনা সভার কার্য-বিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব নাসির আরিফ মাহমুদ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২.১১.২০১৬ খ্রি: সকাল ১০.৩০ ঘটিকা।
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	:	পতাকা-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি দেশের স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষায়তনসহ অধিকাংশ স্বাস্থ্য ও স্থাপনাসমুহ পুরাতন ও কোন কোনটি ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানী শাসনামলে নির্মিত উল্লেখ করে এগুলির যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। সাধারণত: নির্মাণ ব্যয়ের ২% থেকে ৫% পুরাতন ভবনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজন এবং এ বিবেচনায় স্বাস্থ্য স্থাপনার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাৎসরিক বরাদ্দের প্রয়োজন পড়ে ২০০- ৫০০ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এখাতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ১৮০ (একশত আশি কোটি) টাকা। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য স্বাস্থ্য স্থাপনসমুহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ১২০(একশত বিশ কোটি)টাকা এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৬০ (ষাট কোটি) টাকা। তা চাহিদার তুলনায় কম হলেও বরাদ্দকৃত পরিমাণের বাস্তবায়ন কাংখিত মানের হয় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বরাদ্দ পরিমাণের চেয়ে কাজের চাহিদার সংখ্যা (সংখ্যা ও আর্থিক সংশ্লেষ উভয় ক্ষেত্রে) বেশী থাকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় কাজগুলি বাদ পাড়ে যায়। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ডিসেম্বর-জানুয়ারীর দিকে বরাদ্দ দেয়া হলেও গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব করে অর্থ বছরের শেষ প্রান্তে (মে-জুন মাসে) এসে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেয়া, নিম্নমানের কাজ সম্পন্ন হওয়া, তদারকির অভাব ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বিলের উপর প্রত্যয়ন না নেয়া ইত্যাদির কারণে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে প্রধান অন্তরায় বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। অত:পর তিনি উপসচিব (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা) কে এ বছরের বরাদ্দের বিষয়ে সভায় উপস্থানের জন্য আহবান করেন।

২। উপসচিব (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) জানান যে, রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬০.০০ (ষাট কোটি) টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ১০% সংরক্ষিত রেখে বাকী ৯০% হিসেবে ৫৪.০০ (চুয়ান্ন কোটি) টাকা বর্তমানে বরাদ্দ দেয়া যাবে। ইতোমধ্যেই এ খাতে ২৮ টি কাজের বিপরীতে ২.০৮. (দুই কোটি আট লক্ষ) টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট রয়েছে (৫৪.০০-২.০৮)=৫১.৯২ (একান্ন কোটি বিরানব্বনই লক্ষ) টাকা। উপসচিব (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা) আরও জানান যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে মুলত: ১৫ টি সরকারি মেডিক্রেল কলেজ হাসপাতাল, ৩১টি মেডিকেল কলেজ, ১৬ টি বিশেষায়িত হাসপাতাল, ৫টি অন্যান্য হাসপাতাল, ৬২ টি জেলা সদর ও জেনারেল হাসপাতাল,৬৪ টি সিভিল সার্জন অফিস ছাড়াও ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বেশ কিছু স্বাস্থ্য স্থাপনা, স্বাস্থ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য স্থাপনার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা হতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত ৩০৪৩ টি কাজের বিপরীতে ৩৩৭.৫১

(তিনশত সাইত্রিশ কোটি একান্ন লক্ষ) টাকার প্রস্তাব পাওয়া গেছে যা প্রয়োজনীয় বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ৭ গুন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গত ২৫.০৯.২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিশি) মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় অগ্রাধিকার তালিকা চাওয়া হলেও অধিকাংশ স্বাস্থ্য স্থাপনা হতে এ তালিকা না পাওয়ায় যথাযথ চাহিদা নিরুপন সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক সংশ্লেষ স্বাভাবিক ব্যয়ের তুলনায় বেশী ধরা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ বিবেচনায় মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য স্থাপনার কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলীগণের সাথে আলোচনা করতে পারেন মর্মে উল্লেখ করেন।

৩। উপসচিব (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা) আরও জানান যে, ইতোপূর্বে স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে স্থাপনাভিত্তিক বরাদ্দের যোগ্যতার সুনির্দিষ্ট কোন মাফকাঠি না থাকায় কোথাও কম কোথাও বেশী পরিমানে বরাদ্দ দেয়া হত। এতে অনেকে ক্ষেত্রে বিশেষ করে ঢাকা মহানগরীর বাইরের স্বাস্থ্য স্থাপনাগুলির (যেমন রাজশাহী, ময়মনসিংহ, রংপুর, সিলেট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ইত্যাদি) বরাদ্দের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম হতো। এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে বরাদ্দে প্রকৃত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যতা বিধানের নিমিত্ত কলেজগুলির আসন সংখ্যা, হাসপাতালসমূহের শয্যা সংখ্যার ব্যবহারের শতকরা হার ইত্যাদি বিবেচনা করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভিত্তিক সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণ প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে অধিক পুরানো স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের নির্মাণের সময় বিবেচনা করে এবং একান্ত জরুরী কোন চাহিদার সিভিল ও বৈদ্যুতিক কাজের আলোকে তা কম-বেশী হতে পারে । অত:পর তিনি প্রস্তুতকৃত স্বাস্থ্য স্থাপনা ভিত্তিক সম্ভাব্য আর্থিক বিভাজন সভায় উপস্থাপন করেন। বিষয়টি অবহিত হয়ে উপস্থিত অনেক স্বাস্থ্য স্থাপনার প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিনিধি তাদের বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থ বছরে দেয়া বরাদ্দের সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানান। উপসচিব (মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ অধিশাখা) জানান যে ঢাকার বাইরে অনেক প্রতিষ্ঠান বরাদ্দের দিক থেকে অবহেলিত থাকায় সে দিকে দৃষ্টি দেয়ায় বর্তমান বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দ বিভাজন কম/বেশী হয়েছে। তবে ঢাকাস্থ ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ভবন অতি পুরাতন এবং রোগীদের গুরুত্বপূর্ণ সেবা দেয়ায় সেবা দান প্রয়োজনীয়তার নিরীখে বরাদ্দের পরিমান বাড়ানো যেতে পারে।

৪। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (HED) থেকে এখনো বর্তমান অর্থ বছরের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের চাহিদা প্রাক্কলনসহ পাওয়া যায়নি। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রাক্কলনসহ কাজের কাজের তালিকা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য স্থাপনা থেকে চাহিদা প্রেরণ করা হলেও পূর্বের বছরগুলিতে দেয় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (HED) প্রস্তাবে তা উল্লেখ থাকে না। অথচ যে প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন (উপজেলা / ইউনিয়ন ভিত্তিক) তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিস্ট জেলার সিভিল সার্জন ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) এর প্রত্যয়ন জরুরী। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (HED) তাদের চাহিদার তালিকা যথাসম্ভব দ্রুত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রেরণ করবে। তার সাথে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন/পরিচালক পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের প্রত্যয়ন থাকতে হবে।

৫। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতাল গত ০১.১১.২০১৬ তারিখ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি নতুন ওটিসমূহে জরুরীভাবে বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন অতীব প্রয়োজন বলে জানান। সভাপতি এ প্রসংগে জানান যে উক্ত দিন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজের আর্থিক প্রাক্কলনের বিষয়ে উপস্থিত প্রকৌশলীকে জিজ্ঞাসা করলে সে (প্রকৌশলী) কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রাক্কলন প্রস্তুতকারী প্রকৌশলীসহ আর্থিক প্রাক্কলন বুঝানোর নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তিনি তা দ্রুত করার অনুরোধ জানান।

৬। জাতীয় কিডনি ইন্সটিটিউটের পরিচালক জানান যে, বিগত (২০১৫-২০১৬) অর্থ বছরে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে অধিক প্রাক্কলিত মূল্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ দেয়া এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের সুষ্ঠু সহযোগিতার অভাবে যথাযথভাবে কাজ বাস্তবায়ন না হওয়ায় তাদের সে সময় কোন কাজই হয়নি জানিয়ে বর্তমান অর্থ বছরে কাজের চাহিদা ও প্রাক্কলন যথাযথভাবে যাচাই করে প্রেরণ করবেন । সভার সভাপতি বিগত অর্থ বছরে কিডনি ইন্সটিটিউট সরেজমিনে পরিদর্শনকালে এ বিষয়টি অবহিত করা হয়েছিল মর্মেও তিনি জানান। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি জানান যে, বিগত অর্থ বছরে লিফট মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হলেও অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত কাজটি সম্পন্ন হয়নি। সভাপতিসহ উপস্থিত সকলে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাজের ধীরগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ইএনটি ও ক্যান্সার হাসপাতালের লিফট নভেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে মেরামত

ও বিগত অর্থ বছরে বা পরবর্তীতে কোন বিল এ কাজের জন্য কোন বিল প্রদান করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে একটি প্রতিবেদন দিতে বলেন।

৭. সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তর বা তাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রশাসনিক অনুমোদনের দীর্ঘ সময় পরে (এপ্রিল-মে) মাসে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মঞ্জুরী আদেশ প্রদানের বিলম্বের জন্য কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব ঘটে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে এ ক্ষেত্রে কোন অস্বাভাবিক কোন বিলম্ব ঘটেনা জানিয়ে বর্তমান অর্থ বছরের তা আরও দ্রুত কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবে বলে জানানো হয়। তবে অর্থ প্রয়োজন হয় কাজ সম্পন্নের পর এবং এর মধ্যে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান করে কাজ শুরু করতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সে ক্ষেত্রে দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর ও দ্রুত করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে আরও ত্বরিত কার্যক্রম গ্রহণের উপস্থিত সকলে একমত হন।

৮। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :-

(১) সকল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিক মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের চাহিদার ক্রমভিত্তিক একটি তালিকা আগামী ১২.১১.২০১৬ এর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রেরণ করবে।

(২) তালিকা প্রেরণের পূর্বে প্রাক্কলন বর্ণিত কাজের পরিমাণ ও মুল্য বিবরণ (উপাদানগুলির বিবরণ ও উল্লিখিত আর্থিক হিসাব) স্বাস্থ্য,স্থাপনা প্রধান স্ব-উদ্যোগে যথাসম্ভব যাচাই করে প্রেরণ করবেন। এ বিষয়ে প্রাক্কলনের ভিত্তি ও প্রদত্ত তথ্য দিতে গণপূর্ত অধিদপ্তর সহযোগিতা করবে।

(৩) বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা থেকে সভায় বর্ণিত সম্ভাব্য আর্থিক বরাদ্দের দিকে খেয়াল রেখে তার সর্বোচ্চ ১০% অধিক আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনা করে তালিকা প্রেরণ করবে। সম্ভব্য বরাদ্দের ১০% অধিক কোন কাজ প্রয়োজন পড়লে তার প্রয়োজনীয় তথ্য পৃথকভাবে যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে। কার্যবিবরণীতে সংযুক্ত সম্ভাব্য আর্থিক বরাদ্দের স্থাপনাভিত্তিক বরাদ্দের তালিকাও এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে।

(৪) সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অগ্রাধিকার কাজের তালিকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে তা পর্যালোচনা করে ২০.১১.২০১৬ এর মধ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৫) প্রশাসনিক অনুমোদন জারীর তারিখের ৪০ দিনের মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কার্যালয় হতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। দরপত্রগুলি পিপিআর/পিপিএ অনুসারে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন ও পরবর্তী অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যাতে বিলম্ব না ঘটে সে দিকে গণপূর্ত অধিদপ্তর দৃষ্টি রাখবে।

(৬) গণপূর্ত অধিদপ্তর ও তাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজগুলি সময়মত ও সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করবে। স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ তাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কাজসমূহের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে তদারকি ও গণপূত অধিদপ্তরের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয় রাখবে।

(৭) গণপূর্ত অধিদপ্তরে হতে ঠিকাদারকে বিল প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানদের (হাসপাতাল/ ইন্সটিটিউটের পরিচালক/মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ/সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক) নিকট থেকে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রত্যয়ন আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করবে।

(৮) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজগুলির সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে।

১০/১১/১৬

(নাসির আরিফ মাহমুদ)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা)

Resulation

স্মারক নং- ৪৫.১৬৬.১১৪.০১.০০.৬২(অংশ).২০১৫-৫৪৯ তারিখ: ০৮.১১.২০১৬

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। পরিচালক (সকল)..... .....মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল.....

২। অধ্যক্ষ (সকল).....মেডিকেল কলেজ.....

৩। সিভিল সার্জন (সকল).....

৪। তত্ত্বাবধায়ক(সকল) .....

৫। উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) (সকল).....

৬। ইন্সট্রাক্টর ইনচার্জ (সকল),.....

৭। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সভার কার্যপত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৮.১১.১৬

(মো: শাহ্ আলম)
উপ-সচিব

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৩। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫-১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য উইং), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।